তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩২২০

**সোনার বাংলা গড়ার প্রচেষ্টায় প্রকৌশলীদের আরো অবদান রাখতে হবে**

 **---বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ ভাদ্র ( ২৩ আগস্ট) :

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, সোনার বাংলা গড়ার প্রচেষ্টায় প্রকৌশলীদের আরো অবদান রাখতে হবে। বিদ্যুৎ খাতের প্রকৌশলীদের জনগণের সরাসরি উন্নত সেবা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে দেশ ও জনগণের কল্যাণে আরো অবদান রাখতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ বঙ্গবন্ধু প্রকৌশল প্রকৌশলী পরিষদ, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড শাখা আয়োজিত জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

নসরুল হামিদ বলেন, বঙ্গবন্ধু নেই কিন্ত তাঁর চিন্তা-দর্শন-আদর্শ রয়েছে; তা বাস্তবায়নে প্রকৌশলীসহ সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে আমাদের সোনার মানুষ হতে হবে । নিজের ওপর আস্থা রেখে, মাইন্ডসেট স্থির করে এখন থেকেই যার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করতে হবে।

বাংলাদেশ প্রকৌশলী পরিষদ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড শাখার সভাপতি আশুতোষ রায়ের সভাপতিত্বে ভার্চুয়াল এই সভায় অন্যান্যের মাঝে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ বেলায়েত হোসেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সবুর, বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মোঃ হাবিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সংযুক্ত থেকে বক্তব্য রাখেন।

#

আসলাম/ফারহানা/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২১৮

খালিয়াজুরী উপজেলার বন্যাদুর্গতদের জন্য হুয়াওয়ের ত্রাণ

কার্যক্রম উদ্বোধন করলেন টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী

ঢাকা, ৮ ভাদ্র (২৩ আগস্ট) :

 নেত্রকোণার খালিয়াজুরী উপজেলায় বন্যাদুর্গতদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান হুয়াওয়ে টেকনোলজিস (বাংলাদেশ) লিমিটেড ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার আজ ওয়েবিনারে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

 অনুষ্ঠানে হুয়াওয়ে টেকনোলজিস বাংলাদেশের সিইও ঝেং ঝেংজান এবং খালিয়াজুরী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এএইচএম আরিফ ইসলাম বক্তৃতা করেন।

 মন্ত্রী প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, হাওর অঞ্চলের মানুষ বন্যা-সহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে প্রতিনিয়ত লড়াই করে বসবাস করে আসছে। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে তাদের জীবনযাত্রা খুবই কষ্টকর। বছরে একটি ফসলের ওপর তারা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হাওর-সহ দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপন্ন মানুষদের জীবনমান উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বিশেষ করে তাদের শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ফসল রক্ষায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ ও মেরামতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় হাওরবাসীর দোরগোড়ায় ডিজিটাল সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে শিক্ষার্থীরা ঘরে বসে অনলাইন পাঠ গ্রহণ করতে পারছে। ওরা আউট সোর্সিংয়ে কাজ করে ঘরে বসে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে এখন, যা ছিলো হাওরের মানুষের কাছে অকল্পনীয়-অভাবনীয়।

 এর আগে গত ২০ জুলাই নেত্রকোণার খালিয়াজুরী উপজেলার বন্যাদুর্গতদের মাঝে মোস্তাফা জব্বারের উদ্যোগে উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের ৮শত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে মধ্যে শুকনো খাবার ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

 ইতোপূর্বে মন্ত্রী খালিয়াজুরী উপজেলা স্বাস্থ্য প্রশাসনের নিকট কোভিড-১৯ সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান করেছেন। এছাড়া মন্ত্রী তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে খালিয়াজুরীর এক হাজার দুস্থ মানুষের প্রত্যেককে নগদ ১ হাজার টাকা করে প্রদান করেন। মন্ত্রী হাওর অঞ্চলের বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য হুয়াওয়ে-সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ত্রাণ সহযোগিতার জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

#

শেফায়েত/নাইচ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩২১৭

**ধৈর্য ও আন্তরিকতার সাথে জনগণকে সেবা প্রদান করতে হবে**

 **---জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ ভাদ্র ( ২৩ আগস্ট) :

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দেশের জনগণকে ধৈর্য ও আন্তরিকতার সাথে সেবা প্রদান করতে উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

আজ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি আয়োজিত ৩২ তম ইউএনও ফিটলিস্টভুক্ত কর্মকর্তাদের অরিয়েন্টেশন কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জনগণ বিভিন্ন প্রয়োজনে সরকারি অফিসগুলোতে যায়। এ সময় তারা তাদের কাছে দ্রুত ও আন্তরিক সেবা প্রত্যাশা করে। সেবা প্রত্যাশী জনগণ যেন কোন ধরনের হয়রানির শিকার না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাদেরকে হাসিমুখে সেবা প্রদানের মনোভাব থাকতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, মাঠ প্রশাসনে কর্মরতদের ওপর সরকারের কঠোর নজরদারি রয়েছে। তারা যদি কোন ধরনের অনিয়ম করে তাহলে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তাই মাঠ প্রশাসনে কর্মরত সকলকে সতর্ক থেকে নিষ্ঠার সাথে জনগণকে সেবা প্রদান করে ‘জনবান্ধব জনপ্রশাসন' গড়ে তুলতে হবে।

#

শিবলী/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৯২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                       নম্বর : ৩২১৬

**জাপানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টেকনিক্যাল ইন্টার্নরা দেশের শিল্পোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে**

 **----প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ ভাদ্র ( ২৩ আগস্ট) :

 প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ বলেছেন, জাপানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টেকনিক্যাল ইন্টার্নরা বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। তিনি বলেন, দেশে বিদেশে আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতিনির্ভর শিল্প প্রতিষ্ঠানে তাদের চাকুরির সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি আরো বলেন, জাপানিজ ভাষায় অধিকতর দক্ষতা অর্জন করায় তারা জাপানিজ ভাষার প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রশিক্ষক হিসেবে যুক্ত করার চিন্তাভাবনা করছে সরকার। এছাড়াও শিক্ষানবিশকালে জাপানে উপার্জিত অর্থ দিয়ে তারা বাংলাদেশে প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট সেক্টরে উদ্যোক্তা হিসেবে ব্যবসা করতে পারে।

আজ জনশক্তি কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ ব্যুরোর আয়োজনে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে IM Japan প্রোগ্রামের আওতায় জাপানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৮ জন টেকনিক্যাল ইন্টার্ন এর দেশে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে সংবর্ধনা ও চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, সরকার অনগ্রসর জেলাগুলো থেকে অধিক সংখ্যক কর্মী বিদেশে প্রেরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এছাড়াও বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংক্রান্ত লক্ষ্য পূরণে মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তিনি আরো বলেন, করোনা পরবর্তী শ্রমবাজারের পরিবর্তিত চাহিদার প্রেক্ষিতে কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। বিদেশ প্রত্যাগত অভিজ্ঞ কর্মীদের দেশের অভ্যন্তরে কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়ার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান।

 মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন এর সভাপতিত্বে আরো বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের সভাপতি কামরান টি রহমান এবং জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক মোঃ শামসুল আলম।

#

রাশেদুজ্জামান/ফারহানা/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/ ১৯২৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২১৫

বেগম জিয়ার সাফাই গাইতে খুনের দায় নিচ্ছে বিএনপি’র নেতারা

 -- তথ্যমন্ত্রী

ঢাকা, ৮ ভাদ্র (২৩ আগস্ট) :

 ‘বেগম জিয়ার পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে বিএনপি’র নেতারা খুনের দায় নিচ্ছে’ বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 আজ রাজধানীতে জাতীয় প্রেসক্লাব ভিআইপি লাউঞ্জে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় নিহত আইভি রহমানের স্মরণসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন। পানি সম্পদ উপমন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীম সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যের শুরুতেই তথ্যমন্ত্রী ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শহীদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু, তার পরিবারের সদস্যদের এবং ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট শহীদ আইভি রহমানসহ সকল শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান ও তাদের আত্মার শান্তি কামনা করেন।

 তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আজকে কাগজে দেখলাম, যখন জনগণের পক্ষ থেকে দাবি উঠেছে বেগম খালেদা জিয়াকেও ২১ আগস্টের হামলার বিচারের আওতায় আনা হোক, তখন মির্জা ফখরুল সাহেব তার নেত্রীকে রক্ষা করার জন্য বিরাট এক লম্বা বিবৃতি দিয়েছেন।’

 বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের কাছে প্রশ্ন রেখে মন্ত্রী বলেন, ‘আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সেদিন মুক্তাঙ্গনে সভা করার জন্য অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। সেখানে গ্রেনেড হামলা চালানো সহজ হতো না, সেজন্যই অনুমতি দেয়া হয়নি। সেটি সহজেই অনুমেয়। পরবর্তীতে ২১ আগস্ট সকালবেলা বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে সমাবেশ করার অনুমতি দেয়া হলেও বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে সমাবেশের ক্ষেত্রে সবসময়ের মতো আশেপাশের ভবনগুলোতে পাহারায় থাকা আমাদের দলের নেতাকর্মীদের সেদিন পুলিশ থাকতে দেয়নি। গ্রেনেড হামলার পর আহতদের সাহায্য করার জন্য যারা এগিয়ে এসেছে, তাদের ওপর লাঠিচার্জ করা হয়েছে, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করা হয়েছে। পরে রাতে তৎকালীন সরকারের নির্দেশনায় সেখানে পানি ছিটিয়ে সমস্ত আলামত নষ্ট করা হয়েছে। এমনকি অবিস্ফোরিত গ্রেনেডগুলো সংরক্ষণ করার কারণে এক সেনা কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছিল। কেন?’

 ‘এরপর বিচারপতি জয়নুল আবেদীনের নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিশন এই ঘটনার সাথে ইসরাইলের মোসাদ বাহিনীর সম্পর্ক থাকতে পারে উল্লেখ করে একটি উদ্ভট গাঁজাখুরী রিপোর্ট দেয় এবং সংসদে যখন এ নিয়ে শোক প্রস্তাব দেয়া হলো, তখন তা আনতে দেয়া হয়নি বরং হাস্যরস করা হয়েছে’, উল্লেখ করেন মন্ত্রী।

চলমান পাতা-২

- ২ -

 আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান গ্রেনেড হামলায় আহত সাক্ষী হিসেবে বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী যথার্থই বলেছেন, বেগম খালেদা জিয়াই জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তার পুত্রের মাধ্যমে এই হামলা পরিচালনা করেছিল। আজকে তাই ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং ঠিক বিচারের জন্য জনগণের দাবি হচ্ছে বেগম খালেদা জিয়াকেও হুকুমের আসামি করা প্রয়োজন। অন্যথায় এ বিচার সম্পন্ন হবে বলে জনগণ মনে করে না। আজকে যখন এই দাবি উঠেছে, তখন তাদের গাত্রদাহ হচ্ছে এবং বেগম খালেদা জিয়াকে রক্ষা করার জন্য মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব একটি বড় বিবৃতি দিয়েছেন।’

 ড. হাছান মাহ্মুদ বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি যথাযথ সম্মান রেখেই বলতে চাই, তিনি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডকে উপহাস করার জন্য, হত্যাকারীদের উৎসাহিত করার জন্য নিজের জন্মের তারিখটা বদলে হঠাৎ ১৫ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৯৫ সালে। দেশের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তার বাড়ির দুয়ারে তাকে সমবেদনা জানানোর জন্য গিয়েছিলেন, তিনি বাড়ির দুয়ার খোলেন নাই। আমাদের দেশে শত্রু গেলেও বাড়ির দুয়ার খোলে। বেগম জিয়ার জ্ঞাতসারেই তার পুত্রের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা পরিচালিত হয়েছে, তা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট।’

 মন্ত্রী বলেন, ‘সুতরাং মির্জা ফখরুল সাহেবকে বলবো, আপনার নেত্রীর পক্ষে দয়া করে সাফাই গেয়ে নিজেদের গায়ে কাদা মাখবেন না, খুনের দায়ভার নেবেন না। আপনারা যে খুনের রাজনীতি করেন এবং খুনের রাজনীতির ওপরই আপনাদের দল প্রতিষ্ঠিত, সেই কালিমা-গ্লানি থেকে মুক্ত হতে হলে জনগণের কাছে ক্ষমা চাওয়া প্রয়োজন। দয়া করে এই ধরণের বিবৃতি দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালাবেন না।’

 সভার বিশেষ অতিথি পানিসম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম তার বক্তব্যে বলেন, 'শেখ হাসিনার ভাগ্যের সাথে এদেশের সকল মানুষের ভাগ্য জড়িয়ে আছে। এ কারণেই সৃষ্টিকর্তা বারবার তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।' আইভি রহমানকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করে তিনি বলেন, প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান ও তার সহধর্মিণী আইভি রহমান দেশের রাজনীতিতে মহানুভবতা ও নিরহংকার ত্যাগী নেতৃত্বের অনন্য দৃষ্টান্ত।’

 আইভি রহমান পরিষদের উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আকরাম হোসাইনের সভাপতিত্বে ও পরিষদের যুগ্ম আহবায়ক মোঃ আখতারুজ্জামান খোকার পরিচালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে সভায় আরো বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য উম্মে ফাতেমা নাজমা বেগম (শিউলী আজাদ), আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ সভাপতি নির্মল রঞ্জন গুহ, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু আহমেদ মান্নাফী, আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক এ কে এম আফজালুর রহমান বাবু, আওয়ামী লীগ নেতা এম এ করিম প্রমুখ।

#

আকরাম/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২১৪

**পোল্ট্রি শিল্পের বিকাশে সকল সহযোগিতা দেয়া হবে**

 **-- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ০৮ ভাদ্র (২৩ আগস্ট) :

 পোল্ট্রি শিল্পের বিকাশে প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

 আজ রাজধানীর সচিবালয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভায় মন্ত্রী এ বিষয়ে আশ্বস্ত করেন।

 এ সময় মন্ত্রী বলেন, ‘এখন প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা বিদ্যমান। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে এগিয়ে গেলে একসময় বিদেশি প্রতিষ্ঠান এখান থেকে চলে যেতে পারে। দেশের মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য পোল্ট্রি থেকে তৈবরকৃত খাবারে বৈচিত্র্য আনতে হবে। গবেষণার মাধ্যমে মাংসের বহুজাতিক ব্যবহার বাড়াতে হবে।’

 শ ম রেজাউল করিম বলেন, ‘পোল্ট্রি আমাদের দেশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এটা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, অর্থনীতির গতিকে সচল করার ক্ষেত্রে, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এবং মাংসের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে। অনেক শিক্ষিত তরুণ এ খাতে কাজ করতে আগ্রহী হচ্ছে। পোল্ট্রিকে একটি শিল্পে পরিপূর্ণভাবে রূপান্তর এবং আরো মর্যাদাপূর্ণ খাতে পরিণত করার জন্য আমরা অবশ্যই কাজ করবো। আমরা চাই পোল্ট্রি শিল্পের বিকাশ হোক। আর এই বিকশিত শিল্পকে শুধু দেশেই নয়, দেশের বাইরেও ছড়িয়ে দিতে হবে।’

 মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব রওনক মাহমুদ, অতিরিক্ত সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন, বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শাহ্ হাবিবুল হক, সহসভাপতি মেজর (অবঃ) আনিসুর রহমান, মহাসচিব ডাঃ মনজুর মোরশেদ খানসহ অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

ইফতেখার/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩২১৩

**‘ গম ভুট্টা তথ্য ভাণ্ডার’ অ্যাপ উদ্বোধন**

**গম ও ভুট্টার  উৎপাদন আরো বাড়নোর আহ্বান কৃষিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ৮ ভাদ্র ( ২৩ আগস্ট) :

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, দেশে গম ও ভুট্টার প্রচুর চাহিদা রয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের খাদ্য হিসাবে ভুট্টা ব্যাপকভাবে ব্যবহার হচ্ছে। সেজন্য, গম ও ভুট্টার  উৎপাদন আরো বাড়াতে হবে। এ অ্যাপটি গম ও ভুট্টার  উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করবে। গবেষণার মাধ্যমে উন্নত নতুন জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহারে সহায়তা করবে।

মন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা  সভায় দেশে গম ও ভুট্টার জাত, উৎপাদন, রোগবালাইসহ সব বিষয়ে প্রশ্ন-উত্তর সংবলিত মোবাইল অ্যাপ ‘গম ভুট্টা তথ্য ভাণ্ডার’ উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট এণ্ড্রোয়েডভিত্তিক এ অ্যাপটি তৈরি করেছে। অ্যাপটির মাধ্যমে কৃষক, গবেষক, সম্প্রসারণকর্মী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ আগ্রহী যে কেউ বিশ্বের যেকোন প্রান্তে বসে খুব সহজে গম ও ভুট্টা বিষয়ে তথ্য জানতে পারবেন। গম ও ভুট্টার জাত, জাতের বৈশিষ্ট্য, উৎপাদন, বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি, রোগবালাই সম্পর্কিত তথ্যসহ গম ও ভুট্টা সম্পর্কে যেকোন বিষয়ে প্রশ্ন করা ও উত্তর জানা যাবে। বর্তমানে গুগল প্লে স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে এ অ্যাপটি।

পরে বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার সময় মন্ত্রী বলেন, কোভিড-১৯ বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবনকে মহাসংকটে ফেলেছে। এই অবস্থায় খাদ্যের অভাবের কারণে মানুষকে যাতে আরেকটা মহাসংকটে পড়তে না হয়, সেজন্য সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে কাজ করা হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়েও নিরলসভাবে কাজ অব্যাহত রেখেছে।

সততা ও নিষ্ঠার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়ে প্রকল্প পরিচালকদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, প্রকল্প বাস্তবায়নই শেষ কথা নয়, বরং যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল তার কতটুকু  অর্জন হয়েছে তা মূল্যায়ন করা হবে। সেজন্য, প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতির সাথে সাথে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত প্রকল্পের প্রভাব সফলতা ও অর্জনও  এখন থেকে তুলে ধরতে হবে।

সভা সঞ্চালনা করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ নাসিরুজ্জামান। এ সময় বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মোঃ এছরাইল হোসেন, মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সংস্থাপ্রধানসহ প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

কামরুল/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৮২৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২১২

চা শিল্পের উন্নয়ন সংক্রান্ত সভায় বাণিজ্যমন্ত্রী

অভ্যন্তরীন চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি বৃদ্ধি করতে হবে

ঢাকা, ০৮ ভাদ্র (২৩ আগস্ট) :

 বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, দেশে-বিদেশে বাংলাদেশে উৎপাদিত চায়ের চাহিদা বাড়ছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে চা রপ্তানি বৃদ্ধি করতে হবে। একসময় চা বাংলাদেশের অন্যতম রপ্তানি পণ্য ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান, মধ্যপ্রচ্যের রিভিন্ন দেশ-সহ পৃথিবীর অনেক দেশে বাংলাদেশে উৎপাদিত চায়ের প্রচুর চাহিদা রয়েছে।

 মন্ত্রী আজ ঢাকায় সরকারি বাসভবনের অফিস কক্ষে বাংলাদেশের চা শিল্পের উন্নয়ন সংক্রান্ত সভায় সভাপতিত্বকালে এসব কথা বলেন। সভায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ উপস্থিত ছিলেন।

 বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নতুন জাত উদ্ভাবনে গবেষণা বাড়াতে হবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে, একই সাথে চা বাগানের সংখ্যাও বাড়াতে হবে। এজন্য চা বাগানের মালিকদের এগিয়ে আসতে হবে। সরকার দেশের চা শিল্পের উন্নয়নে সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে। দেশে চা বাগানের সংখ্যা বৃদ্ধি করার সুযোগ রয়েছে, এ সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। চা শিল্পের উন্নয়নে সরকার ‘উন্নয়নের পথনকশা’ গ্রহণ করেছে এবং তা বাস্তবায়ন চলছে। চায়ের ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ, রপ্তানি বৃদ্ধি বিষয়টি সামনে রেখে আগামী ২০২৫ সালে দেশে ১৪০ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে।

 মন্ত্রী এ সময় বাংলাদেশ টি এসোসিয়েশনের উন্নয়নের বিষয়ে বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং এ বিষয়ে আন্তরিকতার সাথে সবধরনের সহযোগিতার আশ^াস দেন।

 সভায় বাণিজ্য সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন, বাংলাদেশ টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মোঃ জহিরুল ইসলাম, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (রপ্তানি) মোঃ ওবায়দুল আজম, বাংলাদেশ টি এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট এম শাহ আলম, সদস্য আরদাশির কবীর, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (রপ্তানি) জিনাত আরা উপস্থিত ছিলেন।

#

বকসী/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩২১১

**গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাথের অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর**

ঢাকা, ৮ ভাদ্র (২৩ আগস্ট) :

 আজ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এ মন্ত্রণালয়ের সাথে এর অধীনস্থ দপ্তর সংস্থাসমূহের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ।

 এর মাধ্যমে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ গণপূর্ত অধিদপ্তর, স্থাপত্য অধিদপ্তর, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং সরকারি আবাসন পরিদপ্তর-সহ বারোটি দপ্তর ও সংস্থা আগামী এক বছরে যে সকল কার্যক্রম সম্পাদন করবে তার কালানুক্রমিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন।

 চুক্তিপত্রে মন্ত্রণালয়ের পক্ষে মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার এবং দপ্তর ও সংস্থার প্রধানগণ নিজ নিজ দপ্তর ও সংস্থার পক্ষে স্বাক্ষর করেন।

 প্রতিমন্ত্রী এ সময় প্রত্যেক দপ্তর ও সংস্থার প্রধানদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গুণগতমান বজায় রেখে দক্ষতা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কর্ম সম্পাদনের নির্দেশনা প্রদান করেন।

 গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের নবযোগদানকৃত তিনজনসহ অতিরিক্ত সচিববৃন্দ, যুগ্মসচিবগণ এবং অন্যান্য কর্মকর্তা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজাউল/ফারহানা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৭৫৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩২১০

**স্কিলএইড বাংলাদেশের কার্যক্রম উদ্বোধন করলেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ ভাদ্র ( ২৩ আগস্ট) :

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল বলেছেন, স্কিলএইড বাংলাদেশ তরুণদের দক্ষতা বৃদ্ধি নিয়ে কাজ করবে। এই প্ল্যাটফর্মটি থেকে ফ্রি অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স, ফ্রি কাউন্সেলিং, ফ্রি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শসহ আরও নানা কর্মমুখী দক্ষতা বৃদ্ধির সেবা গ্রহণ করা যাবে।

গতকাল অনলাইনে স্কিলএইড বাংলাদেশের কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী স্কিলএইড বাংলাদেশের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান এবং স্কিলএইড বাংলাদেশের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাজ করার বিষয়টির প্রশংসা করেন। তাছাড়া বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য হ্রাস প্রকল্পের মাধ্যমে আগামী তিন বছরে সাত লাখের অধিক তরুণের কর্মসংস্থান তৈরির আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এছাড়া তরুণদের নিয়ে তৈরি করা সরকারি ই-কমার্স সাইটের সাফল্য ও সরকারিভাবে একটি ভার্চুয়াল ট্রেনিং সেন্টার শুরুর আশাবাদ ব্যক্ত করেন। শীঘ্রই যুব ব্র্যান্ডিং ও যুব কিচেন নামে দুইটি প্ল্যাটফর্ম তৈরির কথাও উল্লেখ করেন। এর সাথে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ‘‘২০২০ ঢাকা ও আইসি ইয়ুথ ক্যাপিটাল’’ এর সাফল্যের কথা তুলে ধরেন তিনি।

অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ রাফিউদ্দিন আহমেদ কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অভ্ বাংলাদেশের স্কুল অভ্ বিজনেসের বিভাগীয় প্রধান এস এম আরিফুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির জেনারেল এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সানজিদা চৌধুরী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মানসুরা বেগম,  ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অভ্ বিজনেস এগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজি এর কোয়ান্টিটেটিভ সাইন্স বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রেহানা পারভিন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আব্দুল বাতেন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন স্কিলএইড বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা মোঃ মাসুদ।

#

আরিফ/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৮১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩২০৯

 **কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৮ ভাদ্র ( ২৩ আগস্ট) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১০ হাজার ৮০১ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৯৭৩ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২ লাখ ৯৪ হাজার ৫৯৮ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৪ জন-সহ এ পর্যন্ত ৩ হাজার ৯৪১ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ৮০ হাজার ৯১ জন।

#

কাদের/ফারহানা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৭১৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২০৮

**কৃষিমন্ত্রীর সাথে ভারতের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ**

**এগ্রো প্রসেসিং ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণে ভারতের সহায়তার আশ্বাস**

ঢাকা, ৮ ভাদ্র (২৩ আগস্ট):

বাংলাদেশের এগ্রো প্রসেসিং ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণে ভারত সহায়তা করবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের বিদায়ী রাষ্ট্রদূত রীভা গাঙ্গুলী দাশ। তিনি আজ কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক এর সাথে সচিবালয়ে সাক্ষাৎ করতে এসে এই আশ্বাস প্রদান করেন। এ সময় কৃষিক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সাফল্যের প্রশংসা করে রাষ্ট্রদূত বলেন, এগ্রো প্রসেসিং, ডেইরি, কৃষি প্রকৌশল এবং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে দুদেশের সহযোগিতার অনেক সুযোগ রয়েছে।

সাক্ষাতকালে দুদেশের কৃষি, প্রাণিসম্পদ, কৃষি প্রকৌশল এবং ডেইরি নিয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হয়। এসময় কৃষিসচিব মো: নাসিরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশে একসময় কৃষিখাত কম উৎপাদনশীল ছিল জানিয়ে কৃষিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের নানাবিধ উদ্যোগ এবং কৃষিখাতে প্রণোদনার ফলে কৃষিতে অভাবনীয় সাফল্য এসেছে। তিনি জানান, বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। এখন মূল লক্ষ্য হলো কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরণ ও আধুনিকীকরণ করা। সেজন্য কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ বাড়াতে হবে। এসব ক্ষেত্রে ভারতের সহযোগিতা কামনা করেন মন্ত্রী।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। দুদেশই কৃষিপ্রধান। উভয় দেশই দ্রুত শিল্পায়নের দিকে যাচ্ছে। সেটি করতে হলে অভ্যন্তরীণ বাজার বড় করতে হবে। গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙা ও উন্নত করার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বাজার বাড়াতে হবে। সেজন, শুধু কৃষিতে নয়, শিল্পায়ন, সেবাখাতসহ অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে দুদেশের সহযোগিতা বৃদ্ধির অনেক সুযোগ রয়েছে বলে মন্তব্য করেন ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক ।

মন্ত্রী আরো বলেন, ভারত বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধুরাষ্ট্র। ভারতের সাথে বাংলাদেশের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের এ সম্পর্ক অটুট থাকবে। ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিকসহ সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরো বৃদ্ধি পাবে।

#

কামরুল/অনসূয়া/পরীক্ষিত/জুলফিকার/জসীম/খোরশেদ/২০২০/১৪৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩২০৭

**৮শ’ ৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে ফুড ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে জাইকা**

ঢাকা, ৮ ভাদ্র ( ২৩ আগস্ট) :

বাংলাদেশে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষিভিত্তিক ব্যবসার প্রসারে প্রায় ৮শ’ ৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে ফুড ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি (জাইকা)। এ প্রকল্পের আওতায় কৃষিভিত্তিক ব্যবসার উন্নয়ন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাদ্য নিরাপত্তাখাতে কর্মরত প্রতিষ্ঠান ও শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে স্বল্প সুদে অর্থায়ন এবং কারিগরি সহায়তা দেয়া হবে। এর ফলে নিরাপদ ও গুণগতমানের খাদ্য সরবরাহের উদ্যোগ জোরদারের পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন অর্জন সম্ভব হবে।

জাইকা বাংলাদেশ অফিসের প্রধান প্রতিনিধি ইউহো হায়াকাওয়া আজ শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এর সাথে ভার্চ্যুয়াল মাধ্যমে আয়োজিত বৈঠককালে এ তথ্য জানান।

বৈঠকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগ, সিনিয়র সহকারী সচিব মোঃ সলিম উল্লাহ, জাইকা বাংলাদেশ অফিসের ঊর্ধ্বতন প্রতিনিধি কজি মিটুমরি, কর্মসূচি উপদেষ্টা রিউচি কাটসুকি, প্রোগ্রাম অফিসার মোঃ মেহেদি হাসান, বাংলাদেশ ইনফ্রাস্টাকচারাল ফাইন্যান্স ফান্ড লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এসএম আনিসুজ্জামান অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন।

ইউহো হায়াকাওয়া বলেন, সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফলে অভ্যন্তরীণ এবং বহির্বিশ্বে গুণগত মানসম্পন্ন ও নিরাপদ খাদ্যের চাহিদা বাড়ছে। ফলে খাদ্য উৎপাদনের প্রতিটি ধাপে গুণগতমান সুরক্ষা এবং ফুড ভ্যালু চেইনের উন্নয়ন জরুরি হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহরের জনগোষ্ঠির ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় একইসাথে নিরাপদ খাদ্যের চাহিদা ও যোগান বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষিভিত্তিক শিল্পখাতের উন্নয়নে এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে করোনা ভাইরাসের প্রকোপের মধ্যেই নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং পণ্য বৈচিত্রকরণের সুযোগ সৃষ্টি হবে। তিনি এ প্রকল্প বাস্তবায়নে শিল্পমন্ত্রীর সহায়তা কামনা করেন।

শিল্পমন্ত্রী জাইকাকে বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়ন, কারিগরি প্রশিক্ষণের আধুনিকায়ন, খাদ্য এবং খাদ্য সংশ্লিষ্ট শিল্পের অগ্রগতিতে জাইকা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। তিনি রাষ্ট্রায়ত্ত চিনি কলগুলোর পণ্য বৈচিত্রকরণে জাইকা উদ্ভাবনী প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে আসতে পারে বলে মন্তব্য করেন।

#

জলিল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/কুতুব/২০২০/১৫৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২০৬

**বঙ্গবন্ধু গণমাধ্যমের অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন**

 - **মোস্তাফা জব্বার**

ঢাকা, ৮ ভাদ্র (২৩ আগস্ট):

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, বঙ্গবন্ধু গণমাধ্যমের অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার দেশের সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমসমূহ তাদের যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। বিশেষ প্রেস এডভাইস অবজ্ঞা করে তা করা সম্ভবও ছিল না। সে সময় সংবাদমাধ্যম সাহসী ভূমিকা রাখতে পারলে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিকদের শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে পড়তে হতো না। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে সংবাদপত্র অবাধ স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করতে পেরেছে বলেই মিথ্যা, কাল্পনিক ও মনগড়া বানোয়াট তথ্য পরিবেশন করে বঙ্গবন্ধু সরকারকে হেয় করা হয়েছে।

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী গতকাল রাতে বাংলাদেশ জার্নালিজম কাউন্সিল আয়োজিত ‘বঙ্গবন্ধু হত্যা পরবর্তী গণমাধ্যমের ভূমিকা ও রাজনীতি’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার ড. মো: গোলাম রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মফিজুর রহমান, দৈনিক ইত্তেফাকের অনলাইন ইনচার্জ আমানুর রহমান রাকাত এবং বাংলাদেশ জার্নালিজম স্টুডেন্ট কাউন্সিলের সভাপতি জাবিদ হাসান ফাহিম প্রমূখ বক্তৃতা করেন।

 স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাফা জব্বার উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের গণমাধ্যম সবচেয়ে স্বাধীন। তিনি বলেন, মূল ধারার গণমাধ্যমের বাইরে বর্তমানে অনলাইন পোর্টাল ও সামাজিক গণমাধ্যম বিশাল সাম্রাজ্য তৈরি করেছে।

 মন্ত্রী বলেন, ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা , জাতীয় চার নেতাকে জেল খানায় হত্যা করা কিংবা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ২১ আগস্টসহ ২১বার হত্যা চেষ্টা করা বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। এটি বাংলাদেশকে ধ্বংস করার দেশি বিদেশি গভীর ষড়যন্ত্র। যুদ্ধের ধ্বংসস্তুপের ওপর থেকেও বঙ্গবন্ধু দেশের জিডিপি ৭দশমিক ৫ ভাগে উন্নীত করেছিলেন। কুচক্তি মহল উপলব্ধি করেছিলো যে জাতির পিতাকে হত্যা না করলে বাংলাদেশের বিকাশ রুদ্ধ করা যাবেনা। আর বঙ্গবন্ধুর খুনি কে, তা মাজেদের জবানবন্দিতে স্পষ্ট হয়েছে। কে পাকিস্তানের এজেন্ট ছিলেন তা জাতির কাছে পরিস্কার হয়েছে।

 তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরেই জাতির পিতার লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়িত হচ্ছে। উন্নয়নের চলমান ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশের রূপান্তরের জন্য ২০ বছরের দরকার নেই। আমরা ২০৪১ সালের আগেই জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল সাম্যসমাজ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবো। ২০০৮ সালেও দেশে আট জিবিপিএস ইন্টারনেট ব্যবহার হতো এবং ব্যবহারকারী ছিল মাত্র আট লাখ। দেশে আজ ২১শত জিবিপিএস ইন্টারনেট ব্যবহৃত হচ্ছে এবং দেশে ১১ কোটি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করছে।

#

শেফায়েত/অনসূয়া/পরীক্ষিত/জুলফিকার/জসীম/মাসুম/২০২০/১৩১৫ ঘণ্টা